যুগান্তর

তারিখ ... 13 MAY 2007 ...
পৃষ্ঠা ... ২৩ ... কলাম ... ৬ ...

কেশবপুরে এসএসসি পরীক্ষার ৫৩টি উত্তরপত্র উদ্ধার : ৪ শিক্ষক গ্রেফতার

কেশবপুর (যশোর) প্রতিনিধি

কেশবপুরে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন এসএসসি গণিত পরীক্ষার ৫৩টি উত্তরপত্র দুই শিক্ষকের বাড়ি ও এক শিক্ষকের কোচিং সেন্টার থেকে উদ্ধার হয়েছে। পরীক্ষার পর জমা না দিয়ে বাড়ি নিয়ে নতুন উত্তরপত্র তৈরির অভিযোগে ওই তিন শিক্ষক এবং এক অধ্যক্ষসহ ৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খান মোঃ নুরুল আমীন শনিবার বেলা ২টা থেকে বিকাল সাড়ে ৫টা পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে ৫৩টি উত্তরপত্র উদ্ধার করেন। এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ৪ শিক্ষককে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত শিক্ষকরা হলেন— কেশবপুর পাইলট স্কুল এন্ড কলেজের সহকারী প্রধান শিক্ষক ওয়াজেদ আলী, সহকারী শিক্ষক ইকবাল হোসেন ও আনিসুর রহমান এবং অধ্যক্ষ সবেদ আলী।

ইউএনও সাংবাদিকদের জানান, ৫ থেকে ১০ হাজার টাকা করে শিক্ষার্থী প্রতি উৎকোচ নিয়ে সংঘবদ্ধভাবে শিক্ষক ওয়াজেদ আলী, ইকবাল হোসেন ও আনিসুর রহমান এবং পিয়ন আমজাদ হোসেন দীর্ঘদিন ধরে এ গুরুতর অপরাধে যুক্ত। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ইউএনও ইকবাল হোসেনের বাড়ি থেকে ৬টি, ওয়াজেদ আলীর বাড়ি থেকে ২০টি ও আনিসুর রহমানের কোচিং সেন্টার থেকে ২৭টি উত্তরপত্র উদ্ধার করেন।

কেন্দ্র সচিব ও অধ্যক্ষ সবেদ আলীকেও এ ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়। ৩জনার পরীক্ষা শেষে কেশবপুর সোনালী ব্যাংক শাখায় ১৮১টি উত্তরপত্র জমা দেয়ার নির্দেশ থাকলেও ব্যাংক লকারে ৫৩টি উত্তরপত্র কম জমা হয়।

এ ঘটনায় ইউএনও বাদী হয়ে কেশবপুর থানায় মামলা করেছেন। গ্রেফতারকৃত অধ্যক্ষ সবেদ আলী জানান, তিনি পরিস্থিতির শিকার। মূল দায়িত্ব ছিল পরীক্ষা কমিটির। সহকারী প্রধান শিক্ষক ওয়াজেদ আলী তার বাড়ি থেকে উত্তরপত্র উদ্ধারের ঘটনা সাংবাদিকদের কাছে স্বীকার করেছেন। আনিসুর রহমান বলেন, তার কোচিং সেন্টারে খাতা রেখে যায় পিয়ন আমজাদ আলী।

ব্যাংকের কোন কর্মচারীর সহযোগিতা ছাড়া এ কাজ সম্ভব নয় বলে ইউএনও জানান। তবে কোন প্রমাণ না পাওয়ায় ব্যাংকের কারো বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যাচ্ছে না।